# তাওহীদ

বাংলার মিশন-কোর্স
(পঞ্চম শ্রেণী)

পুনর্বিন্যাস
আব্দুল হামীদ মাদানী



## কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.

এর অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই।

উপাস্য, ইলাহ, মা'বূদ মানে উপাসনা ও ইবাদতের যোগ্য ও অধিকারী।

ইবাদত যেমন ঃ নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, দুআ, কুরবানী, নযর ইত্যাদি। সর্ব প্রকার ইবাদতের অধিকারী কেবল আল্লাহ।

বন্ধনীতে 'সত্য' কথাটি সংযোজিত হয়েছে। কারণ, বাতিল উপাস্য অনেক রয়েছে।

কালেমার প্রচলিত কতিপয় ভুল অর্থ ঃ

(১) আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই।

অথচ আল্লাহ ছাড়া অনেক কিছু রয়েছে। পরন্তু উদ্দেশ্য যদি 'সবকিছুই আল্লাহ' হয়, তাহলে তা সর্বেশ্বরবাদীদের শির্ক।

(২) আল্লাহ ছাড়া মালিক নেই।

কথা ঠিক হলেও, কালেমার অর্থ তা নয়। এটি কালেমার আংশিক অর্থ।

(৩) আল্লাহ ছাড়া হুকুমকর্তা বা বিধানদাতা নেই।

কথা ঠিক হলেও, কালেমার অর্থ তা নয়। এটি কালেমার আংশিক অর্থ।

## কালেমার শর্তাবলী

কালেমা পাঠ করলে একজন মানুষ মুসলিম হয়, কিন্তু কেবল তা মুখে পাঠ করাই যথেষ্ট নয়। বরং তা অন্তরে বিশ্বাস ও কাজে পরিণত করা জরুরী। যে কালেমা পড়বে, সে জান্নাতে যাবে। কালেমা জান্নাতের চাবিকাঠি। কিন্তু সে চাবিতে দরজা খুলে না, যে চাবির দাঁত নেই। তাই কালেমার শর্তাবলীই উক্ত চাবির দাঁত সদৃশ। শর্তগুলি নিম্নরূপ ঃ-

(১) নেতিবাচক ও ইতিবাচক উভয় দিক নিরূপণ ক'রে তার অর্থ জানতে হবে।

অর্থাৎ, 'কোন উপাস্য নেই' (নেতিবাচক) এবং 'একমাত্র আল্লাহ আছেন' (ইতিবাচক) অর্থ জেনে সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার এবং কেবল আল্লাহকে স্বীকার করতে হবে।

অর্থ জানা জরুরী হওয়ার দলীল মহান আল্লাহর বাণী,

[فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ] (١٩) سورة محمد

অর্থাৎ, জানো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই। *(মুহাম্মাদ ঃ ১৯)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(( مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ )).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই' জানা অবস্থায় মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(মুসলিম)*

(২) তার অর্থে পরিপূর্ণ একীন ও দৃঢ়-প্রত্যয় হতে হবে।

অর্থাৎ, এমন দৃঢ় বিশ্বাস হতে হবে যে, তাতে যেন কোন প্রকার সংশয় ও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ] (١٥) سورة الحجرات

অর্থাৎ, মু'মিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। *(হুজুরাত ঃ ১৫)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللهِ لاَ يَلْقَى اللهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ ».

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোন মা'বূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল---যে বান্দাই এই দুই (কালেমা) নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাত-প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। *(মুসলিম)*

(৩) বিশুদ্ধচিত্তে (ইখলাসের সাথে) তা পাঠ করতে হবে।

পাঠকালে নিয়ত বিশুদ্ধ রাখতে হবে, যাতে কোন প্রকার শির্ক না থাকে। লোকপ্রদর্শন, লোক-ভয়, বা সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্য না থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ] (٥) سورة البينة

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম। *(বাইয়িনাহ ঃ ৫)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ.

অর্থাৎ, আমার সুপারিশ পাওয়ার সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই, যে



বিশুদ্ধচিত্তে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। *(বুখারী)*

« فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، يَبْتَغِى بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ ».

অর্থাৎ, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে জাহান্নামের জন্য হারাম ক'রে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে। *(বুখারী-মুসলিম)*

(৪) তার অর্থ-বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতা থাকতে হবে।

অর্থাৎ, অন্তরের সত্যবাদিতার সাথে পাঠ করতে হবে এবং তাতে কোন প্রকার মিথ্যাবাদিতা বা কপটতা থাকা চলবে না। কোন ফিতনা বা পরীক্ষার সম্মুখীন হলেও তাতে সত্যনিষ্ঠা থাকতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَايُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা বিশ্বাস করি' এ কথা বললেই ওদেরকে পরীক্ষা না ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে? আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। *(আনকাবূত ঃ ২-৩)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

অর্থাৎ, যে কোনও ব্যক্তি অন্তরের সত্যনিষ্ঠার সাথে এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তার জন্যই জাহান্নামকে হারাম ক'রে দেবেন। *(বুখারী)*

(৫) এই কালেমা ও তার নির্দেশের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি থাকতে হবে এবং তা নিয়ে আনন্দিত হতে হবে।

শর্তাবলী পূরণ ক'রে এই কালেমা যে পাঠ করে, তার প্রতি ভালবাসা রাখতে হবে এবং যে তা পাঠ করে না, তার প্রতি ভালবাসা রাখা চলবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لله] (١٦٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালবাসে, কিন্তু যারা মু'মিন, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।

*(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

মহানবী ﷺ বলেন,

ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.

অর্থাৎ, যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে, সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ ক'রে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফ্‌রী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

(৬) তার নির্দেশ, দাবী ও অধিকারের অনুবর্তী হতে হবে।

অর্থাৎ, কালেমার অর্থের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ] (٥٤)

অর্থাৎ, তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর; শাস্তি এসে পড়লে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। *(যুমার ঃ ৫৪)*

(৭) প্রত্যাখ্যানহীনভাবে সাদরে গ্রহণ করতে হবে।

অর্থাৎ এই কালেমার দাবীকে মৌখিক ও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে কোন প্রকার অহংকার থাকা চলবে না। মহান আল্লাহ মুশরিকদের সম্বন্ধে বলেন,

[إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥) وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ] (٣٦) سورة الصافات

অর্থাৎ, ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহঙ্কারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব?' *(স্বাফ্‌ফাত ঃ ৩৫-৩৬)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله.

অর্থাৎ, মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট



হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) যাকাত আদায় করবে। যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত ক'রে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়। *(বুখারী, মুসলিম)*

(৮) সকল তাগূতকে অস্বীকার করতে হবে।

প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য যে আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই 'তাগূত' বলা হয়।

সুতরাং কালেমা পাঠ ক'রে একমাত্র উপাস্যরূপে আল্লাহকে বরণ করার সাথে সাথে তাগূতকে বর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَالله سَمِيعٌ عَلِيمٌ] (٢٥٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, ধর্মের জন্য কোন জোর-জবরদস্তি নেই। নিশ্চয় সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে। সুতরাং যে তাগূতকে (অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য বাতিল উপাস্যসমূহকে) অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করবে, নিশ্চয় সে এমন এক শক্ত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। *(বাক্বারাহ ঃ ২৫৬)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ الله حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলল (স্বীকার করল) এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য পূজিত বাতিল মাবূদসমূহকে অস্বীকার করল, তার মাল ও জান হারাম হয়ে গেল। (অর্থাৎ, সে মুসলিম বলে গণ্য হয়ে গেল)। আর তার (বাকী) হিসাব আল্লাহর উপর। *(মুসলিম)*

# মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

কালেমার দ্বিতীয় অংশ 'মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল'---এ কথার সাক্ষ্য দেওয়ার অর্থ এই দৃঢ় বিশ্বাস যে,

তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত। তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।

তিনি মানব-দানব সকলের জন্য প্রেরিত। তিনিই সর্বশেষ নবী, তাঁর পর কোন নবী নেই।

এবং এই যে, তিনি যে সকল কথা বলেন, তা সত্য বলে জানা।

তিনি যে আদেশ করেন, তা পালন করা।

তিনি যা নিষেধ করেন, তা বর্জন করা।

তাঁর নির্দেশিত তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

সকল ব্যক্তি ও বস্তু অপেক্ষা তাঁকে বেশি ভালবাসা।

তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা। ইত্যাদি।

## ۞ মহানবী ﷺ-এর প্রতি আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য

১। এই বিশ্বাস রাখা যে, শরীয়তের ব্যাপারে তিনি নিজের পক্ষ হতে কোন কথা বলেন না। তাঁর প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়, তিনি তাই বলেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى] (٤) سورة النجم

অর্থাৎ, সে মনগড়া কথাও বলে না। তা তো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। *(নাজ্‌ম ঃ ৩-৪)*

২। তাঁর অনুসরণ করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ] (٣٣) محمد

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না। *(মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)*

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (٧) سورة الحشر

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। *(হাশ্‌র ঃ ৭)*



[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا] (٢١) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাব ঃ ২১)*

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ] (١٥٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর (প্রেরিত) রসূল; যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূল নিরক্ষর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; যে আল্লাহ ও তাঁর বাণীতে বিশ্বাস করে, এবং তোমরা তার অনুসরণ কর, যাতে তোমরা পথ পাও।' *(আ'রাফ ঃ ১৫৮)*

৩। তাঁকে সবার চাইতে বেশি ভালবাসা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ] (٢٤)

অর্থাৎ, বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। *(তাওবাহ ঃ ২৪)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে কোন বান্দাই ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার নিজ পিতা, পুত্র এবং সমস্ত মানুষের চাইতে অধিক প্রিয়তম হতে পেরেছি। *(বুখারী ১৫, মুসলিম ৪৪নং, নাসাঈ)*

৪। তাঁর শরীয়ত, তরীকা ও নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদত করা।

[قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ]

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

[مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا] (৮০)

অর্থাৎ, যে রসূলের আনুগত্য করল, সে আসলে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তাদের উপর তোমাকে প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি। *(নিসা ঃ ৮০)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. (وفي رواية لمسلم :) مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।"

৫। তাঁকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ] (٦١)

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং বলে, 'সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত ক'রে থাকে।' তুমি বলে দাও, 'সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং মু'মিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।' *(তাওবাহ ঃ ৬১)*

[إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا]

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তো তাদেরকে



ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। *(আহযাব ঃ ৫৭)*

আল্লাহর রসূল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়ার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। যেমন, তাঁর মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা। তাঁর শরীয়তের কোন বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। তাঁর পরিবারের কাউকে কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট দেওয়া অথবা গালি দেওয়া। তাঁর সাহাবাগণকে গালি দেওয়া বা তাঁদের সমালোচনা করা। তাঁর (সহীহ) হাদীসকে অস্বীকার বা অমান্য করা। ইত্যাদি।

৬। তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠ করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا]

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর। (দরূদ ও সালাম পেশ কর।) *(আহযাব ঃ ৫৬)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহ দশবার রহমত বর্ষণ করেন। *(মুসলিম ৪০৮ নং)*

সেই দরূদে ইব্রাহীমী পড়া বিধেয়, যা নামাযে পড়া হয়। তাছাড়া তাঁর নাম উল্লেখ হলে 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' পড়তে হয়।

# তাওহীদ

## ❁ তাওহীদের সংজ্ঞা

'ওয়াহিদ' ধাতু থেকে 'তাওহীদ' শব্দের উৎপত্তি। 'ওয়াহিদ' মানে এক। 'তাওহীদ' মানে এক করা, এক জানা ও মানা।

শরয়ী পরিভাষায় 'তাওহীদ' হল, আল্লাহর প্রতিপালকত্বে, উপাস্যত্বে এবং নাম ও গুণাবলীতে তাঁকে এক জানা ও মানা। বাংলায় তাওহীদের প্রতিশব্দে 'একত্ববাদ' ব্যবহার করা হয়।

## ❁ তাওহীদের মাহাত্ম্য

(১) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব-রচনা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ] (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

(২) তাওহীদ হল সকল ইবাদতের বুনিয়াদ। তাওহীদ বিনা আমল পন্ড। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (٦٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত। *(যুমার ঃ ৬৫)*

(৩) তাওহীদ বান্দার দায়িত্বে আল্লাহর হক

মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন, একদা আমি এক গাধার পিঠে নবী ﷺ-এর পিছনে সওয়ার ছিলাম। তিনি বললেন, "হে মুআয! তুমি কি জান, বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কী?" আমি বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল অধিক জানেন।' তিনি বললেন, "বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হল এই যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হল এই যে, তাঁর সাথে যে শরীক করে না, তাকে আযাব দেবেন না।" *(বুখারী ২৮৫৬, মুসলিম ৩০নং)*

(৪) তাওহীদ জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করবে।

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই' এ কথা জানা অবস্থায় মারা যায় সে জান্নাত প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম, আহমাদ)*

তিনি আরো বলেন, "যার শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে, সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৬৪৭৯নং)*

(৫) তাওহীদ জাহান্নাম থেকে উদ্ধার করবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে।" *(আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে)*



(৬) তাওহীদের কালেমার ওজন অনেক।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আমার উম্মতের একটি লোককে বেছে নিয়ে তার সামনে নিরানব্বইটি (আমল-নামা) রেজিস্টার বিছিয়ে দেবেন; প্রত্যেকটি রেজিস্টার দৃষ্টি বরাবর লম্বা! অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'তুমি কি লিখিত পাপের কোন কিছু অস্বীকার কর? আমার আমল সংরক্ষক ফিরিশ্তা কি তোমার প্রতি কোন অন্যায় করেছে?' লোকটি বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, তোমার কি কোন পেশ করার মত ওযর আছে অথবা তোমার কি কোন নেকী আছে?' লোকটি হতবাক হয়ে বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক!' আল্লাহ বলবেন, 'অবশ্যই আমাদের কাছে তোমার একটি নেকী আছে। আর আজ তোমার প্রতি কোন প্রকার অবিচার করা হবে না।' অতঃপর একটি কার্ড বের করা হবে, যাতে লিখা থাকবে, 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ।' আল্লাহ মীযান (দাঁড়িপাল্লা) আনতে আদেশ করবেন। লোকটি বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! এতগুলি বড় বড় রেজিস্টারের কাছে এই কার্ডটির ওজন আর কী হবে?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার প্রতি অবিচার করা হবে না।' অতঃপর রেজিস্টারগুলোকে দাঁড়ির এক পাল্লায় এবং ঐ কার্ডটিকে অন্য পাল্লায় চড়ানো হবে। দেখা যাবে, রেজিস্টারগুলোর ওজন হাল্কা এবং কার্ডটির ওজন ভারী হয়ে গেছে! যেহেতু আল্লাহর নামের চেয়ে অন্য কিছু ভারী নয়।" *(আহমাদ২/২১৩, তিরমিযী ২৬৩৯, ইবনে মাজাহ ৪৩০০নং, হাকেম ১/৪৬)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "একদা নূহ ﷺ তাঁর ছেলেকে অসিয়ত করে বললেন, ---আমি তোমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (বলার) আদেশ করছি। যেহেতু যদি সাত আসমান এবং সাত যমীনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহলেও 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তা চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে দেবে।---" *(আহমাদ ২/১৭০, ত্বাবরানী, বাযযার, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২১৯)*

## ❁ তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদ ৩ প্রকার ঃ-

১। তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ (প্রতিপালকত্বের তাওহীদ)

২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ (উপাস্যত্বের তাওহীদ)

৩। তাওহীদুল আসমা' অস্সিফাত (নাম ও গুণাবলীর তাওহীদ)

## ১। তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ

এই বিশ্বাস যে, মহান আল্লাহই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা ইত্যাদি।

প্রকাশ থাকে যে, এই তাওহীদকে পূর্বেকার মুশরিক, অগ্নিপূজক, সাবায়ী, ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান-সহ সকল আস্তিক সম্প্রদায় স্বীকার করত। আর নাস্তিকরা তো আল্লাহকেই বিশ্বাস করে না।

### ۞ আল্লাহ আছেন তার প্রমাণ

আমরা জানি, কোন ড্রাইভার ছাড়া আপনা-আপনি গাড়ি চলে না। লেখক ছাড়া লেখা, বক্তা ছাড়া বক্তৃতা, শিল্পী ছাড়া শিল্প, কর্তা ছাড়া কর্ম আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তেমনি আবিষ্কর্তা ছাড়া আবিষ্কার এবং স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টিও কল্পনা করতে পারি না। কোন যন্ত্র, কোন কারখানা যেমন পরিচালক ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি এ বিশ্ব-জগৎ কোন স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। কোন নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক ছাড়া নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে পারে না।

সূর্যের উদয়াস্ত, চন্দ্রের কক্ষপথ ভ্রমণ, ঋতুর আবর্তন, প্রকৃতির বিবর্তন, জীবের জন্ম-মৃত্যু, নদীর কুলকুল তান, আকাশ থেকে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির বর্ষণ, মহাগিরির প্রস্রবণ, পর্বতের জলপ্রপাত, বাতাসের নিরন্তর গতি, বৃক্ষরাজির ফুল-ফল দান,---এ সব কিছু কি আপনা-আপনিই ঘটছে?

এ বিশাল জগৎ, এ চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, ছায়াপথ কি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে? একটা সূচও কি নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারে?

বেদুঈন বৃদ্ধা চরকা-ঘোরা দেখে সৃষ্টিকর্তার দিশা পায়, মরুভূমির মাঝে বিষ্ঠা দেখে উটের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে। আর একজন জ্ঞানী বিশ্বের এত কিছু সৃষ্টি দেখে তার স্রষ্টাকে বিশ্বাস করতে পারে না?

তিনি অদৃশ্য বলেই কি অবিশ্বাস্য?

বাতাস দেখা যায় না, তাও আমরা বিশ্বাস করি, গ্যাস দেখা না গেলেও, আমরা তার অস্তিত্বে বিশ্বাস রাখি, কারেন্ট্ দেখা না গেলেও আমরা সাহস ক'রে তারে হাত দিই না---এই বিশ্বাসে যে, হাত দিলে শক খেয়ে মারা যাব। তাহলে আল্লাহকে দেখা না গেলেও আমরা বিশ্বাস করব না কেন?

বাতাস, গ্যাস ও কারেন্টের অস্তিত্বের অনুভূতি আছে, আর আল্লাহর অস্তিত্বের অনুভূতি নেই? অনুভূতিহীন মানুষেরই এমন দশা হতে পারে।

আমরা আমাদের পিতা-মাতাকে স্বচক্ষে না দেখেই বিশ্বাস করি। তাঁদের স্নেহের পরশই প্রমাণ দেয়, তাঁরা পিতা-মাতা। তেমনি মানুষের প্রতি মহান



আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ ও দয়া কি এ প্রমাণ দেয় না যে, তিনি আমাদের প্রভু?

এক বিজ্ঞানের শিক্ষক মশায় ক্লাশে যুক্তি দিয়ে বললেন, 'যা দেখা যায় না, তার অস্তিত্ব নেই। অতএব আল্লাহ-ভগবান বলে কিছু নেই।'

এক বোকা রসিক ছাত্র সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমরা কি স্যারের জ্ঞানকে দেখতে পাচ্ছ?' তারা সকলে এক বাক্যে বলল, 'না।'

ছাত্রটি বলল, 'তাহলে স্যারের জ্ঞানের অস্তিত্বই নেই। অথচ তিনি আমাদেরকে বিজ্ঞান পড়াচ্ছেন!'

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ 'নিরাকার' নন। কারণ তাঁকে ইহলৌকিক জীবনে দেখা না গেলেও, পারলৌকিক জীবনে বেহেশ্তে দেখা যাবে এবং তাঁর দীদারই হবে বেহেশতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত।

### ۞ তাওহীদুর রবূবিয়্যাহর প্রমাণ

পবিত্র কুরআনে এই তাওহীদের ভূরিভূরি প্রমাণ বিদ্যমান। কতিপয় প্রমাণ নিম্নরূপ ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন,

[أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ] (٣٥) سورة الطور

অর্থাৎ, তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? *(তূর ঃ ৩৫)*

[اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ] (٦٢) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক। *(যুমার ঃ ৬২)*

[الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا] (٢) سورة الفرقان

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌম ক্ষমতায় তাঁর কোন অংশী নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত আকৃতি দান করেছেন। *(ফুরক্বান ঃ ২)*

### ۞ মুশরিকরা তাওহীদুর রবূবিয়্যাহর বিশ্বাসী ছিল

আস্তিক মুশরিকরা তাওহীদুর রবূবিয়্যাহর বিশ্বাসী ছিল।

[قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ] (٣١)

অর্থাৎ, তুমি বল, 'তোমাদেরকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী হতে রুযী দান করে কে? অথবা কর্ণ ও চক্ষুসমূহের মালিক কে? আর মৃত হতে জীবন্ত এবং জীবন্ত হতে মৃত বের করে কে? আর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে কে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' অতএব তুমি বল, 'তাহলে কেন তোমরা সাবধান হও না?' *(ইউনুস ঃ ৩১)*

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ (٦١) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র-সূর্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তাহলে ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? *(আনকাবূত ঃ ৬১)*

[وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ] (٦٣) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'ভূমি মৃত হওয়ার পর কে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে ওকে সঞ্জীবিত করে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। কিন্তু ওদের অধিকাংশই জ্ঞান করে না।' *(আনকাবূত ঃ ৬৩)*

[وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ] (٨٧) سورة الزخرف

অর্থাৎ, যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' তবুও ওরা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? *(যুখরুফ ঃ ৮৭)*

[وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ] (٢٥) سورة لقمان

অর্থাৎ, তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' ওরা নিশ্চয় বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'সর্বপ্রশংসা আল্লাহরই'; কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না। *(লুক্বমান ঃ ২৫)*

[وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ] (٣٨) سورة الزمر

অর্থাৎ, তুমি যদি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর, 'আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন?' ওরা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ।' বল, 'তাহলে তোমরা ভেবে দেখেছ কি? আল্লাহ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা তাঁকে ছাড়া



যাদেরকে আহবান কর, তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে?' বল, 'আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর ক'রে থাকে।' *(যুমার ঃ ৩৮, আরো দ্রষ্টব্য ঃ ইউনুস ঃ ৩১, মু'মিনূন ঃ ৮৪-৮৯)*

তবে এ বিশ্বাস মু'মিন হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। মক্কার মুশরিকরা এ তাওহীদ বিশ্বাস করত, তবুও তারা মুসলমান ছিল না। এই তাওহীদের সাথে তাদেরকে যে তাওহীদ মানতে বলা হয়েছিল, যে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের সাথে সংঘাত হল, তা ছিল অন্য তাওহীদ।

## ২। তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ

মহান আল্লাহকে তাঁর ইবাদতে এক জানা ও মানা। এই বিশ্বাস যে, তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনি ছাড়া অন্য কারো জন্য কোন প্রকার ইবাদত নিবেদন করা যাবে না; চাহে সে যত বড়ই মর্যাদাবান হোক না কেন। যুগে যুগে নবী-রসূলগণ এই তাওহীদেরই দাওয়াত নিয়ে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রত্যেক নবীর আহবান ছিল,

[يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ]

অর্থাৎ,'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা (কেবল) আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন (সত্যিকার) উপাস্য নেই।' *(আ'রাফ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫, হূদ ঃ ৫০, ৬১, ৮৪, মু'মিনূন ঃ ২৩, ৩২)*

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ] (٣٦) النحل

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(নাহল ঃ ৩৬)*

শেষ নবীও আহলে কিতাবকে সেই দাওয়াত দিয়েছিলেন, যার দাওয়াত দিয়েছিলেন তাদের নবীগণ। মহান আল্লাহ নবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

[قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ] (٦٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, তুমি বল, 'হে আহলে কিতাব (ধর্মগ্রন্থধারি)গণ! এস সে বাক্যের প্রতি যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন; (তা এই যে,) আমরা আল্লাহ

ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করব না, কোন কিছুকেই তার অংশী করব না এবং আমাদের কিছু লোক আল্লাহকে ছেড়ে অপর কিছু লোককে প্রভুরূপে গ্রহণ করবে না।' অতঃপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বল, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)।' *(আলে ইমরান ঃ ৬৪)*

এই তাওহীদ প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁকে রক্ত ঝরাতে হল। তিনি ঘোষণা দিলেন,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

অর্থাৎ, মানুষের বিরুদ্ধে ততক্ষণ সংগ্রাম করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর নামায কায়েম করবে ও (ধনের) যাকাত আদায় করবে। যখন তারা এগুলি বাস্তবায়ন করবে, তখন ইসলামী হক (অর্থদণ্ড ইত্যাদি) ছাড়া তারা নিজেদের জান-মাল আমার নিকট হতে সুরক্ষিত ক'রে নেবে। আর (অন্তরের গভীরে কুফরী বা পাপ লুকানো থাকলে) তাদের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়। *(বুখারী, মুসলিম)*

## ❁ ইবাদত

ইবাদতের আভিধানিক অর্থ ঃ বিনয়, নম্রতা, দাসত্ব, আনুগত্য, লাঞ্ছনা ইত্যাদি। আরবীতে বলা হয়, 'ত্বারীক্বুন মুআব্বাদ' অর্থাৎ, দলিত পথ বা চালু রাস্তা। পথিকের পায়ের তলায় পথ যেমন দলিত ও বিনত হয়, আবেদ তেমনি মা'বূদের কাছে বিনত ও অনুগত হয়।

শরয়ী পরিভাষায় ইবাদত ঃ প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজকে বলা হয়, যা বললে বা করলে মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

প্রত্যেক মুসলিম একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছে। যা তিনি কেবল দু'টি শর্ত-সাপেক্ষে কবুল করেন ঃ-

১। ইখলাস। অর্থাৎ, ইবাদতে একাগ্রতা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে। খাঁটি মন ও বিশুদ্ধ অন্তরে তা করতে হবে। নিয়তে কোন প্রকার শির্কের ভেজাল থাকলে চলবে না।

২। তরীকায়ে মুহাম্মাদী। অর্থাৎ, সে ইবাদত মুহাম্মাদী তরীকা অনুযায়ী হতে হবে। যে পদ্ধতি, পরিমাণ, সময়, গুণ, স্থান বা কারণ নবী মুহাম্মাদ ﷺ নির্ধারিত করেছেন, তার বাইরে করলে তা কবুল হবে না।



## ❁ ইবাদতের কতিপয় নমুনা

গুপ্ত ইবাদত ঃ আশা-ভরসা, ভয়-ভালবাসা, তা'যীম ইত্যাদি।

প্রকাশ্য ইবাদত ঃ নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ, তওয়াফ, কুরবানী, নযর-নিয়ায, ই'তিকাফ, রুকূ-সিজদা, দুআ-প্রার্থনা ইত্যাদি।

## ❁ গায়রুল্লাহর জন্য ইবাদত নিবেদন শির্ক

কোন প্রকার ইবাদত গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা বান্দার জন্য বৈধ নয়। কারণ তা শির্ক এবং যে করবে, সে মুশরিক। আর যার জন্য নিবেদন করা হবে, তাকে 'ইলাহ' বা উপাস্য বানানো হবে। যার পরিণতি নেহাতই মন্দ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ] (١١٧) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে আহবান করে, (অথচ) ঐ বিষয়ে তার নিকট কোন প্রমাণ নেই; তার হিসাব তার প্রতিপালকের নিকট আছে, নিশ্চয়ই কাফেররা সফলকাম হবে না। *(মু'মিনূন ঃ ১৭)*

[وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا] (١٨) سورة الجن

অর্থাৎ, আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না। *(জ্বিন ঃ ১৮)*

[فَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ] (٢١٣) سورة الشعراء

অর্থাৎ, অতএব তুমি অন্য কোন উপাস্যকে আল্লাহর অংশী করো না; করলে তুমি শাস্তিযোগ্যদের দলভুক্ত হবে। *(শুআরা' ২১৩)*

[وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا] (٣٩) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক অহী (প্রত্যাদেশ) দ্বারা তোমাকে যে হিকমত দান করেছেন এগুলি তার অন্তর্ভুক্ত; তুমি আল্লাহর সাথে কোন উপাস্য স্থির করো না, করলে তুমি নিন্দিত ও আল্লাহর অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৯)*

## ❁ শির্ক বিস্তারের মূল কারণ

মানুষের আসল প্রকৃতি ছিল তাওহীদ। পরবর্তীতে শির্কের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম শির্ক করা হয় নূহ ﷺ-এর যুগে। যার মূল কারণ ছিল নেক লোকেদেরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা। নূহ ﷺ আল্লাহর কাছে

অভিযোগ ক'রে বলেছিলেন,

﴿رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَاراً (٢١) وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً (٢٢) وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً﴾ (٢٣) سورة نوح

অর্থাৎ,'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। আর তারা বড় রকমের ষড়যন্ত্র করেছে এবং বলে, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না অদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূষ, ইয়াঊ'ক ও নাস্‌রকে।' *(নূহ ঃ ২১-২৩)*

এই পাঁচটিই হল নূহ ﷺ-এর জাতির নেক লোকের নাম। যখন এঁরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন শয়তান তাঁদের ভক্তদেরকে কুমন্ত্রণা দিল যে, তোমরা এঁদের প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন কর। যাতে তাঁরা তোমাদের স্মরণে সর্বদা থাকেন এবং তাঁদেরকে খেয়ালে রেখে তোমরাও তাঁদের মত নেক কাজ করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এই বলে শির্কে পতিত করল যে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষরা তো এঁদের পূজা করত, যাঁদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে স্থাপিত রয়েছে।' ফলে তারা এঁদের পূজা করতে আরম্ভ ক'রে দিল। *(বুখারী ঃ সূরা নূহের তাফসীর পরিচ্ছেদ)*

পরবর্তীতে খ্রিস্টানরা ঈসা ﷺ-কে নিয়ে অতিরঞ্জন ক'রে শির্কে আপতিত হয়। তারা তাঁকে আল্লাহর বেটা এবং পরিশেষে খোদ আল্লাহ ভেবে বসে!

আমভাবে আহলে কিতাবরা তাদের নবীদের কবরকে সিজদাগাহ বানিয়ে নেয়। তাই আল্লাহর রসূল ﷺ মৃত্যু-শয্যায় বলে গেছেন,

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

অর্থাৎ, আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে অভিশাপ (ও ধ্বংস) করুন। কারণ তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ (সিজদা ও নামাযের স্থান) বানিয়ে নিয়েছে। *(বুখারী, মুসলিম ৫২৯নং, নাসাঈ)*

أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.



অর্থাৎ, সাবধান! যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, তারা তাদের আম্বিয়া ও নেক লোকেদের কবরসমূহকে সিজদাগাহ বানিয়ে নিয়েছিল। সুতরাং তোমরা কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিও না। এরূপ করতে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করছি।" *(মুসলিম ১২১৬নং)*

তা সত্ত্বেও এ উম্মতের বহু মানুষ মদীনা-ওয়ালাকেই আরশ-ওয়ালা ধারণা করে! নবী-ওলীর কাছে প্রয়োজন ভিক্ষা করে। নেক লোকেদের কবরকে মাযার বানায়, তার উপর চাদর চড়ায়, পুষ্পস্তবক স্থাপন করে, ধূপ ও বাতি জ্বালায় ইত্যাদি।

নবী-ওলী গায়বের খবর জানেন বলে বিশ্বাস করে। অথচ ওলী তো দূরের কথা খোদ মহানবী ﷺ গায়ব জানার দাবী করতেন না, গায়ব জানতেনও না। কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি তাঁর মধু হারাম করা ও তাঁর স্ত্রী আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক লাগার ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলেই তার নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, মহান আল্লাহ আল-কুরআনে যা বলেছেন, তা মিথ্যা নয়।

[قُل لاَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ] (٥٠) الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদেরকে এ বলি না যে, আমার নিকট আল্লাহর ধনভান্ডার আছে, অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই এবং তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি ফিরিশ্তা। আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি শুধু তারই অনুসরণ করি!' বল, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? তোমরা কি অনুধাবন কর না?' *(আনআম ঃ ৫০)*

[قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّا إِلاَّ مَا شَاء اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَاْ إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ] (١٨٨)

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরই আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম, তাহলে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী।' *(আ'রাফ ঃ ১৮৮)*

[تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا]

অর্থাৎ, এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী (প্রত্যাদেশ) মারফত পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার সম্প্রদায় জানত। *(হূদ ঃ ৪৯)*

[وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ] (٥٩) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। *(আনআম ঃ ৫৯)*

[قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ]

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখে না এবং ওরা কখন পুনরুত্থিত হবে (তাও) ওরা জানে না।' *(নাম্‌ল ঃ ৬৫)*

তিনি গায়বের খবর বলতেন অহীর মাধ্যমে জানতে পেরে। আর গায়ব জানতেন না বলে তাঁর মর্যাদার কোন প্রকার কমি হয় না।

## ৩। তাওহীদুল আসমা' অসসিফাত

কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত সেই সমস্ত নাম ও গুণা, যার দ্বারা আল্লাহ নিজেকে অভিহিত ও গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন, তা বাস্তব ও প্রকৃত ভেবে, কোন প্রকারে তার অপব্যাখ্যা না ক'রে, কোন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত কল্পনা না ক'রে এবং তার প্রকৃতার্থ 'জানি না' বলে সে বিষয়ে আল্লাহকে ভারার্পণ না ক'রে ঈমান ও প্রত্যয় রাখা।

এই তাওহীদের ব্যাপারে কিছু মৌলনীতি নিম্নরূপ ঃ-

১। মহান আল্লাহর সকল নামই সুন্দর; বরং সুন্দরতম। অর্থাৎ শেষ পর্যায়ের সুন্দর। যেহেতু তাতে আছে পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী। তাতে কোন প্রকার কমি ও ত্রুটি নেই।

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে সে কথা চার জায়গায় ঘোষণা করেছেন,

[وَلله الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ] (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

[قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى] (١١٠)

অর্থাৎ, বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহবান কর অথবা 'রহমান' নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামাবলী। *(সূরা বানী ইসরাঈল ১১০ আয়াত)*



[اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى] (٨) سورة طه

অর্থাৎ, আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই। *(সূরা ত্বাহা ৮ আআত)*

[هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى] (٢٤) سورة الحشر

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। *(সূরা হাশ্‌র ২৪ আয়াত)*

২। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী (সহীহ) দলীল-সাপেক্ষ। জ্ঞান বা অনুমিতি দ্বারা কোন নাম বা গুণ নির্ধারণ করা যাবে না।

যেহেতু মহান আল্লাহ কোন্ নামের উপযুক্ত, তা কারো জ্ঞান নির্ধারণ করতে পারে না। আর মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً] (٣٦) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। *(সূরা বানী ইস্রাঈল ৩৬ আয়াত)*

[قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِالله مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى الله مَا لاَ تَعْلَمُونَ] (٣٣)

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী করাকে, যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন), যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।' *(সূরা আ'রাফ ৩৩ আয়াত)*

অনুরূপ তাঁর কোন গুণ বা কর্ম থেকে তাঁর নাম নির্ধারণ করা যাবে না। যেমন কোন যয়ীফ বা জাল হাদীস দ্বারাও কোন নাম প্রমাণিত হবে না।

৩। মহান আল্লাহর নাম কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি---যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(মুসনাদে আহমাদ ১/৩৯১)*

তিনি আরো বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে, যে কেউ তা (দুআতে) গণনা করবে (বা মুখস্ত ক'রে তার অর্থ ও দাবী অনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী, মুসলিম ২৬৭৭নং)*

এ হাদীস এ কথা বুঝায় না যে, তাঁর ৯৯টিই নাম আছে। বরং বুঝায় যে, তাঁর অনেক নাম আছে। কিন্তু তার মধ্যে ৯৯টি নাম এমন আছে, যে কেউ.....।

তা না হলে বাক্যটি এরূপ হত, "নিশ্চয় আল্লাহর নাম ৯৯টি.....।" বুঝা গেল যে, তাঁর নামাবলী নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

৪। মহান আল্লাহর নামে বা গুণে বক্রপথ অবলম্বন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلله الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ] (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

তাঁর নামে বক্রপথ অবলম্বন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে ঃ-

(ক) আল্লাহর কোন নামকে অস্বীকার করা। অথবা সেই নামের অর্থ যে গুণ বুঝায় তা অস্বীকার করা। অথবা তার নির্দেশ ও দাবী অস্বীকার করা। যেমন হুদাইবিয়া সন্ধিচুক্তি লেখার সময় কাফেররা 'আর-রাহমান' ও 'আর-রাহীম' নামকে অস্বীকার করেছিল। মু'তাযিলা প্রভৃতি ফির্কার লোকেরা বলে থাকে, আল্লাহ বিনা ইলমে 'আলীম'।

(খ) মহান আল্লাহর নামে যে গুণ পাওয়া যায়, তা কোন সৃষ্টির গুণের মত



মনে করা। অথচ তিনি বলেন,

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

(গ) যে নাম আল্লাহ নেননি, মনগড়াভাবে তাঁর সেই নাম উদ্ভাবন করা। খুদা, জগৎ-পিতা, বিধাতা-পুরুষ ইত্যাদি।

(ঘ) তাঁর নাম থেকে বাতিল মা'বূদের নাম উদ্ভাবন করা। যেমন 'ইলাহ' থেকে 'লাত', 'আযীয' থেকে 'উয্যা' ইত্যাদি।

৫। নাম ও গুণ বিষয়ক শব্দের প্রকাশ্য অর্থই বুঝতে হবে; তার অপব্যাখ্যা করা যাবে না। শব্দ শুনতেই যে অর্থের প্রতি আমাদের মস্তিষ্ক দৌড় দেয়, তাই হল তার প্রকাশ্য অর্থ, তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ 'হাত' মানে শক্তি বা কবজা ইত্যাদি প্রায় সব ভাষাতেই ব্যবহার হয়। কিন্তু সেটা তার আসল ও প্রকাশ্য অর্থ নয়, সেটা তার রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ। মহান আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

৬। নাম ও গুণ বিষয়ক শব্দের অর্থ এক হিসাবে আমাদের জানা। কিন্তু অন্য হিসাবে আমাদের অজানা। যেহেতু সে গুণের প্রকৃতত্ব ও কেমনত্ব আমাদের জ্ঞানের নাগালের বাইরে।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء] (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

৭। মহান আল্লাহর কোন সদৃশ নেই, কোন দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর কোন উপমা নেই। তিনি অনুপম, নিরুপম, অতুলনীয়, নযীরবিহীন। তাঁর প্রত্যেক কর্ম ও গুণও তাই। মহান আল্লাহ বলেন,

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(শূরা ঃ ১১)*

তিনি আরো বলেন,

[فَلاَ تَضْرِبُواْ لله الأَمْثَالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ] (٧٤) سورة النحل

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সদৃশাবলী স্থির করো না। নিশ্চয় আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। *(সূরা নাহল ৭৪ আয়াত)*

৮। মহান আল্লাহর কোন নাম বা গুণ সৃষ্টির সদৃশ হলেও অর্থের দিক

থেকে কিন্তু এক নয়। বরং উভয়ের কোন তুলনাই হবে না।

৯। আল্লাহর সমস্ত নামাবলী আল্লাহর কালাম ও গুণ। তা সৃষ্ট নয়। সুতরাং তাঁর সকল নামের কসম খাওয়া যাবে।

## ইসলাম-বিধ্বংসী বিষয়াবলী

মুসলিমের ইসলাম বিনষ্টকারী বহু বিষয় বা কর্ম আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ভয়াবহ ও অধিক প্রচলিত ১০টি বিষয় নিম্নরূপ ঃ-

(১) শির্ক করা।

যেমন মৃত ব্যক্তিকে (বিপদে) আহবান করা, তার নিকট উদ্ধার ও সাহায্য ভিক্ষা করা, তার উদ্দেশ্যে কুরবানী ও নযর-নিয়ায পেশ করা ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ] (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। *(নিসা ঃ ৪৮)*

[إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ] (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(ঐ ঃ ১১৬)*

তিনি ঈসা ﷺ-এর জবানী বলেন,

[إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ] (٧٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে এবং অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। *(মাইদাহ ঃ ৭২)*

(২) নিজের ও আল্লাহর মাঝে কোন কিছুকে মাধ্যম (অসীলা) নির্ধারণ



করা; তাকে আহবান করা, তার নিকট সুপারিশ কামনা করা এবং তার উপর ভরসা রাখা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ] (١٨) سورة يونس

অর্থাৎ, আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।' *(ইউনুস ঃ ১৮)*

(৩) মুশরিকদেরকে কাফের মনে না করা, তাদের কাফের হওয়াতে সন্দেহ পোষণ করা অথবা তাদের ধর্ম ও মতবাদকে সঠিক জ্ঞান করা।

অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

[إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ] (١٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম। *(আলে ইমরান ঃ ১৯)*

[وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (٨٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(ঐ ঃ ৮৫)*

(৪) ইসলামী বিধান অপেক্ষা অন্য বিধানকে উত্তম মনে করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ] (٥٠) المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাগ-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? *(মাইদাহ ঃ ৫০)*

(৫) ইসলামী শরীয়তের কোন অংশকে অপছন্দ বা ঘৃণা করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ] (৯) سورة محمد

অর্থাৎ, এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল ক'রে দেবেন। *(মুহাম্মাদ ঃ ৯)*

(৬) ইসলামী শরীয়তের কোন অংশকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা উপহাস করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ (٦٥) لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ] (٦٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, 'আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম।' তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে?' তোমরা এখন (বাজে) ওজর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে ঈমানদার প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ। *(তাওবা ঃ ৬৫-৬৬)*

(৭) যাদু করা; এর মাধ্যমে বশীকরণ বা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ] (١٠٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, সুলাইমান কুফরী (সত্যপ্রত্যাখ্যান) করেননি; বরং শয়তানেরাই কুফরী (অবিশ্বাস) করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত, যা বাবেল শহরে হারূত ও মারূত ফিরিশ্তাদয়ের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল। 'আমরা (হারূত ও মারূত) পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না'---এ না বলে তারা (হারূত ও মারূত) কাউকেও শিক্ষা দিত না। *(বাক্বারাহ ঃ ১০২)*

(৮) কাফেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও তাদেরকে সাহায্য করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ] (٥١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ



করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(মাইদাহ ঃ ৫১)*

(৯) নিজেকে ইসলামী শরীয়তের উর্ধ্বে ভাবা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (٨٥)

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। *(আলে ইমরান ঃ ৮৫)*

(১০) দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তা শিক্ষা না করা এবং তার উপর আমল না করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

[وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ] (٢٢)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। *(সাজদাহ ঃ ২২)*

উক্ত কর্মাবলীর যে কোন একটি সত্যিসত্যিভাবে অথবা পরিহাস ছলে করলে মুসলিমের ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সে কাফের হয়ে যাবে। অবশ্য কাউকে কোন কর্ম করতে বাধ্য করা হলে সে কথা ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

[مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] (١٠٦) سورة النحل

অর্থাৎ, কেউ ঈমান আনার পরে আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীতে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ তার চিত্ত ঈমানে অবিচল। *(নাহল ঃ ১০৬)*

আল্লাহ আমাদেরকে কুফরীর ছোবল থেকে দূরে রাখুন। আমীন।